।। ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা ।।

প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় হইতেই ঠাকুর পরিবারে সাংস্কৃতিক জয়যাত্রার সূচনা হইলেও দ্বারকানাথের পূর্ব হইতে ঠাকুর পরিবারে কালোয়াতী গানের চর্চা ও কদর ছিল। দ্বারকানাথের পিতৃব্য রামলোচন ঠাকুর সে যুগের বিখ্যাত কালোয়াতগণকে আহ্বান করিয়া নিজের বাড়ীতে মজলিস্ বসাইতেন। এই মজলিসে আত্মীয়-স্বজনেরাও নিমন্ত্রিত হইতেন।

দ্বারকানাথের উদ্যানবাটি 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে নিয়মিত নৃত্য ও গীতের আসর বসিত। ইউরোপীয় সঙ্গীতের তিনি একজন ভক্ত ছিলেন। দ্বারকানাথ সম্পর্কে ম্যাক্সমূলার সাহেব একটি পত্রে বলিয়াছেন: "তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং ইতালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করিতেন। তিনি গান করিতেন এবং আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাইতাম। এইভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিয়া যাইত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন।" দ্বারকানাথের এই সঙ্গীতপ্রীতি উত্তরকালে তাঁহার পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং সঙ্গীতে এক নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গৌরব ও সমৃদ্ধি আরো সুবিস্তৃত হয়। ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হন। ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার উদ্বোধন করেন রামমোহন; পরে দেবেন্দ্রনাথ নিজে সঙ্গীত রচনায় উদ্যোগী হন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রদেরও নানাভাবে উৎসাহিত করেন। কালক্রমে মহর্ষির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী সঙ্গীত জগতের এক তীর্থস্থানে পরিণত হয়। মহর্ষি নিজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুশীলন করিলেও তিনি বাংলার বাউল, কীর্তন, কবিগান প্রভৃতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রীতির জন্য ঠাকুর পরিবারে অনেক বিখ্যাত গায়কের স্থান হইয়াছিল এবং ইঁহাদের মধ্যে যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার এই সকল শিল্পীরা ছাড়া বরোদার বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুকাল ঠাকুর বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ নামে আর একজন গায়ক ছিলেন যাঁহার প্রভাব ঠাকুর পরিবারে যথেষ্ট ছিল। ইনি ছিলেন মহর্ষির বন্ধু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রদের সঙ্গীত শিক্ষার যথাযথ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রেরণায় ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ, পুত্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং কন্যা সৌদামিনী দেবী বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পিতার উৎসাহ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেরই সঙ্গীতে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমেই এক স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন এবং পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটু সংস্কার করিয়া যে স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন করেন তাহাই বর্তমানকালের আকারমাত্রিক স্বরলিপি নামে পরিচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ অর্গান ও বাঁশি বাজনায় দক্ষ ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কণ্ঠসঙ্গীত ছাড়া বোম্বাইয়ের এক মুসলমান সেতারীর নিকট সেতারও শিখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।---সকল পুরানো কায়দায় ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জনা নূতন মন নিয়ে।...সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরী করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলীনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।" ঠাকুর পরিবারে আর একজন দক্ষ সেতারী ছিলেন, ইনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। হেমেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজ পত্নীকে সঙ্গীত শিক্ষায় উৎসাহিত করেন এবং কন্যা প্রতিভাদেবী ক্রমক্রমে পিতার উৎসাহে সঙ্গীতে পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীও গায়িকা হিসাবে ঠাকুর পরিবারে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।